গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

**শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি**

নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০১০.২৩-১৭১১

তারিখ: ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৬ নভেম্বর ২০২৩

বিষয়: **বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আল মামুন আকন্দ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত।**

সূত্র: ১. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া এর স্মারক নং-৮৫৪, তারিখ: ০৫/১১/২০২৩খ্রি.।
২. জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ, পিতা-মৃত হায়দার আলী আকন্দ, সাং-ফুলতলা আদর্শপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া এর আবেদন, তারিখ: ৩১/১০/২০২৩খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আল মামুন আকন্দ এর বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে সড়ক উন্নয়ন কাজের নামে বেআইনীভাবে চাঁদাবাজী, বাড়ীর প্ল্যান পাস করে টাকা আদায়, জমি জমা মিমাংসার নামে টাকা আদায়সহ বিভিন্ন প্রকার ভাতা দেয়ার জন্য অসহায় মানুষের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের বিষয়ে জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ কর্তৃক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ জরুরী ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২১/১১/২০২৩

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২৯৫১৪১৪২
ইমেইল: lgpaura1@lgd.gov.bd

পরিচালক, স্থানীয় সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রাজশাহী।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. জেলা প্রশাসক, বগুড়া
৪. মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া
৫. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)
৭. জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ, পিতা-মৃত হায়দার আলী আকন্দ, সাং-ফুলতলা আদর্শপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া
৮. অফিস কপি।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া
(স্থানীয় সরকার শাখা)
(www.bogra.gov.bd)

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নম্বর: ০৫.৫০.১০০০.০১০.৪৮.০৩১.২৩.৮৫৪

তারিখ: ২০ কার্তিক ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আল মামুন আকন্দ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনাব আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ (অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী), পিতা মৃত হায়দার আলী আকন্দ, সাং-ফুলতলা আদর্শপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া কর্তৃক মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আল মামুন আকন্দ ও তার বাহিনীর অপকর্ম সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে বেআইনীভাবে চাঁদাবাজি, বাড়ীর প্লান পাস করে টাকা আদায়, জমিজমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায়সহ বিভিন্ন প্রকার ভাতা কার্ড দেয়ার জন্য অসহায় মানুষদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এ কার্যালয়ে দাখিল করেছেন।

০২। এমতাবস্থায়, তার স্বব্যাখ্যাত অভিযোগটি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ১০ (দশ) পাতা।

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
জেলা প্রশাসক
বগুড়া
টেলিফোন: ০২৫৮৯৯০০০২০
ই-মেইল:dcbogura@mopa.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অনুলিপি:

১। জনাব আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ (অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী), পিতা মৃত হায়দার আলী আকন্দ, সাং-ফুলতলা আদর্শপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া

৩। উপ-সচিব (সি:ক:১/২)
৪। উপ-সচিব (পৌর-১/২)

ঢাকা।

বিষয়ঃ বগুড়া পৌরসভা ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার বাহিনীর অপকর্ম যেমন সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে বেআইনীভাবে চাঁদাবাজী, বাড়ীর প্ল্যান পাস করে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন প্রকার ভাতা কার্ড দেওয়ার জন্য অসহায় মানুষদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথারিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ (অবসর প্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনী) পিতা-মৃত হায়দার আলী আকন্দ, মাতা-মৃত জমিদা খাতুন, গ্রাম-ফুলতলা আদর্শ পাড়া, উপজেলা-শাজাহানপুর, জেলা-বগুড়া, আমার এলাকা বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি করে আসিতেছেন। তাহার অসাধ্য কোন কাজ নাই যে সে করিতে পারে না। আমার এলাকার ফুলতলা আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার নামে কাউন্সিলরের নিজস্ব লোকের মাধ্যমে এলাকাবাসীর নিকট হইতে থেকে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা চাঁদা তুলে রাস্তা নির্মাণ করার জন্য আমার এলাকার ১। মোঃ হারুন মাস্টার, ২। মোঃ নুর হোসেন, ৩। মোঃ রফিকুল ইসলাম, ৪। মোঃ রুবেল মিয়া. ৫। মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহ আরো কয়েকজন। তারা এলকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তুত করে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা তোলা শুরু করে। উক্ত এলাকার মোঃ শফিকুল ইসলাম, পিতা-মোঃ আমীর আলীর নিকট থেকে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) এবং একই এলাকার সার্জেন্ট মোঃ নাহারুল ইসলাম প্রাং (অবসর), পিতা-মোঃ জালাল উদ্দিন প্রাং এর নিকট থেকে ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা এবং মোঃ গোলাম ওয়াহেদ, পিতা-মৃত তোফাজ্জেল হোসেন এর নিকট হইতে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা ও মোঃ মোহাতাব হোসেন, পিতা-মৃত মোজাহার হোসেন এর নিকট হইতে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা, মোছাঃ তামান্না খাতুন, স্বামী-মোঃ দেলুয়ার হোসেন এর নিকট হইতে ২০০০/-(দুই হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে। তাহারা টাকা না দিয়ে বিষয়টি আমাকে জানালে তাহাদের এবং এলাকাবাসীকে উক্ত চাঁদার টাকা দিতে নিষেধ করি। তাদেরকে বলি মেয়র মহোদয়ের সাথে দেখা করে আলোচনা করে পরে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহন করিব মর্মে জানাই। তৎপর উক্ত বিষয়ে গত ১৭/১০/২০২৩ইং তারিখে আমি সহ আমার এলাকার ১। মোঃ আব্দুল হামিদ ২। মোঃ নুর নবী আকন্দ, ৩। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, ৪। মোঃ মেহেরুল ইসলাম, ৫। মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ৬। মোঃ লিয়াকত হোসেন, ৭। মোঃ নাজমুল মাষ্টার, ৮। মোঃ সবুর হোসেন, ৯। ডাঃ মোঃ আল মামুন মিয়া, ১০। মোঃ সুলতান হোসেন, ১১। মোঃ আমজাদ হোসেন, ১২। মোঃ আব্দুল আলীম, ১৩। মোঃ কোরবান আলী, ১৪। মোঃ সাইদ হোসেন, ১৫। মোঃ শফিকুল ইসলাম, ১৬। মোঃ আশিকুর রহমান, ১৭। মোঃ হুদা মিয়া, ১৭। মোঃ সাইফুল ইসলাম, ১৮। মোঃ আব্দুস সাত্তার, ১৯। মোঃ লতিফ ভাইয়ের স্ত্রী, ২০। বাসেদ এর স্ত্রী, ২১। মোঃ আজমল এর স্ত্রী, ২২। মোঃ হাসান এর স্ত্রী সহ আরও অনেকে মেয়র মহোদয়ের নিকট দেখা করি। উক্ত রাস্তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া কিভাবে কাজ করিলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করি। এ সময় আমি মেয়র মহোদয়কে আরও বলি যে, কাউন্সিলর আল মামুন তার লোকজনের মাধ্যমে আমাদের এই রাস্তাটি তৈরী করতে এলাকাবাসীর কাছে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা চাঁদা দাবী করেছে। উক্ত টাকা দিতে নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ সহ প্রান নাশের হুমকি দেয়। এতে আমি শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ (নং ১৬০২) দায়ের করি। এ সময় এলাকাবাসীর কাছ থেকে কাউন্সিলর এর দুই লক্ষ টাকা দাবী সম্পর্কে মেয়র মহোদয়ের কাছ থেকে প্রতিকার চাইলে তিনি আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। পরবর্তীতে গত ২৫/১০/২০২৩ইং তারিখে উক্ত বিষয়ে বগুড়া প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করি এবং আরও উল্লেখ থাকে যে, গন্ডগ্রাম পৌর কাউন্সিলর আল মামুনের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল হয় তাহা গত ইং ১৫/০৫/২০২৩ইং দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এদিকে কাউন্সিলর আল মামুন তার বাহিনী দ্বারা থানা থেকে উক্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে আমাকে এবং আমার পরিবারে সদস্যদের হত্যা করিয়া লাশ গুম করবে বলে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। ইহাতে আমি সহ আমার পরিবারের লোকজন নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করিতেছি। আমি ও আমার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সু-দৃষ্টি কামনা করছি। অত্রসহ গতইং ২৫/১০/২০২৩ইং সংবাদ সম্মেলনের কপি ও বিভিন্ন পত্রিকার পেপার কাটিং, গত ইং ১৫/০৫/২০২৩ইং তারিখের ঝাড়ু মিছিলের সংবাদ দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের পেপার কাটিং এবং ২৫/১০/২০২৩ইং তারিখের আমার সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদ করার কথা কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ সে নিজে না করিয়া ভাড়াটিয়া লোক দ্বারা প্রতিবাদ করিয়াছে তাহাতে আমাকে অপমান করার সামীল, তাহার ২৭/১০/২০২৩ইং তারিখে প্রকাশিত দৈনিক করতোয়া পত্রিকার কাটিং সহ ছবি সংযুক্ত করা হইল।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আবেদন উপরোক্ত অবস্থাদি বিশেষভাবে বিবেচনা করতঃ উক্ত ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষে কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করিতে মহোদয়ের মর্জি হয়।

সদয় অনুলিপিঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রানালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
২। সচিব, স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রালয়, ঢাকা
৩। মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।
৪। মহা-পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা
৫। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী।
৬। জেলা প্রশাসক মহোদয়, বগুড়া।
৭। পুলিশ সুপার, বগুড়া।
৮। উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, জেলা কার্যালয়, বগুড়া
৯। অধিনায়ক, র‍্যাব-১২, বগুড়া

নিবেদক

মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ
০১/১১/২৩ইং

(আলহাজ্ব মো: জহুরুল ইসলাম আকন্দ)
(অবসর প্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনী)
পিতা মৃত-হায়দার আলী আকন্দ

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

বগুড়া পেরৈসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর [illegible] ও তার বাহিনীর বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে আজকের এই সংবাদ সম্মেলন। সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলন, বাড়ীর প্লান পাস করে দিতে টাকা আদায়, ভূমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন ভাতা দেওয়ার কার্ড করে দিতে তার লোকজন অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে।

সাংবাদিক বন্ধুরা আমি আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ (অবসর প্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনী) পিতা মৃত হায়দার আলী আকন্দ, গ্রাম- ফুলতলা আদর্শ পাড়া, উপজেলা ঃ শাজাহানপুর, জেলাঃ বগুড়া। ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। তারই কিছু নমুনা আমি তুলে ধরছি। ফুলতলা আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার নামে কাউন্সিলরকে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা তোলা শুরু করে একই এলাকার মোঃ হারুন মাষ্টার, মোঃ নুর হোসেন, রফিকুল ইসলাম ব্যাংকার সহ আরো কয়েকজন। তারা এলাকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তত করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা তোলা শুরু করে। তালিকার মধ্যে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে বলে কাউন্সিলরকে দুই লাখ টাকা দিতে আপনার নামে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। তিনি টাকা না দিয়ে বিষয়টি আমাকে জানালে তাকে এবং এলাকাবাসীকে চাঁদার টাকা দিতে নিষেধ করি। তাদেরকে বলি আগে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করি তার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিবো। এ বিষয়ে গত ১৭/১০/২০২৩ ইং তারিখে আমি এলাকার ২০/২৫ নারী/ পুরুষ সাথে নিয়ে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করি। এসময় আমাদের ঐ সড়কটি কোন দিক থেকে কাজ করলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করি। এ সময় আমি মেয়র মহোদয়কে বলি যে, কাউন্সিলর আল মামুন তার লোকজনের [illegible] এলাকার এই রাস্তাটি তৈরী করতে এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছে। [illegible] কাউন্সিলর [illegible] এবং [illegible] কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ [illegible] এলাকাবাসীর কাছ থেকে কাউন্সিলর এর দুই লাখ টাকা দাবী [illegible] তিনি আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন

এদিকে কাউন্সিলর আল মামুন তার বাহিনী দ্বারা থানা থেকে উক্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে আমাকে হত্যা গুমসহ আমার পরিবারের সদস্যদেরকে ও হত্যা করবে বলে বিভিন্ন স্থানে বলে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছি। আমি ও আমার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

নিবেদক

মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ

২৫/১০/২০২৩ ইং

(আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ)
(অবসর প্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনী)
পিতা মৃত হায়দার আলী আকন্দ,
গ্রাম- ফুলতলা আদর্শ পাড়া,
উপজেলা ঃ শাজাহানপুর, জেলাঃ বগুড়া।
০১৭১৫-৪৯৯২৬৯

বরাবর

অফিসার ইনচার্জ
শাজাহানপুর থানা, বগুড়া

বিষয়ঃ অভিযোগ প্রসঙ্গে।

অভিযোগ নং- ১৬০২

জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ (৫২), পিতা-মৃত হায়দার আলী আকন্দ, মাতা-মৃত জমিদা খাতুন, সাং-ফুলতলা আদর্শপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৩, বগুড়া পৌরসভা, থানা-শাজাহানপুর, জেলা-বগুড়া এই মর্মে থানায় হাজির হইয়া বিবাদী ১। আলহাজ্ব আল মামুন আকন্দ (৫৩), পিতা-মৃত আবু বক্কর আকন্দ, সাং-গন্ডগ্রাম মধ্যপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৩, বগুড়া পৌরসভা, থানা-শাজাহানপুর, জেলা-বগুড়া এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিতেছি যে, উক্ত বিবাদী শাজাহানপুর থানাধীন ১৩নং ওয়ার্ড, বগুড়া পৌরসভার কাউন্সিলর। ইং ১৬/১০/২০২৩ তারিখ সকাল অনুমান ১০.১৫ ঘটিকার সময় আমি আমার ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৭১৫-৪৯৯২৬৯ নাম্বার হইতে বিবাদীর ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৭১৮-০২৩১৯৭ নাম্বারে মোবাইল করিয়া আমাদের এলাকার রাস্তা সম্পর্কে বলিলে বিবাদী ক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ব শত্রুতার জের ধরিয়া আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। আমি বিবাদীকে গালিগালাজ করিতে নিষেধ করিলে বিবাদী আমাকে প্রাণনাশের হুমকি সহ বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদান করে ফোন কেটে দেয়। ঘটনার বিষয়ে সাক্ষী ১। অবঃ সিনিঃ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আব্দুল হামিদ (৫৫), পিতা-অজ্ঞাত, ২। অবঃ [illegible] (৫০), পিতা-মৃত খালেক উদ্দিন আকন্দ, ৩। অবঃ সার্জেন মোঃ [illegible] ওয়ার্ড নং-১৩, বগুড়া [illegible]

[illegible]

নিবেদক

মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ

(মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ)
মোবাঃ ০১৭১৫-৪৯৯২৬৯
জন্ম তারিখ-০১/০৬/১৯৭১
এনআইডি নং- ৬৮৯৯৩৩৬৫৮৭

তাং ১৬/১০/২০২৩ইং

দৈনিক করতোয়া
The Daily Karatoa

সোমবার ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ : ১৫ মে ২০২৩

www.ekaratoa.com

পৌর কাউন্সিলর আল মামুনের ওপর হামলার লক্ষে বগুড়ার গন্ডগ্রাম পূর্বপাড়ায় একদল যুবকের মোটরসাইকেল মহড়ার প্রতিবাদে গত শনিবার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে স্থানীয়দের বিক্ষোভ মিছিল (বামে), (ডানে) স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্ব্যহারের অভিযোগ তুলে ওই একই সড়কে কাউন্সিলর আল মামুনের বিরুদ্ধে গন্ডগ্রাম মিঞাপাড়াবাসির ঝাড়ু মিছিল -করতোয়া

বগুড়ার গন্ডগ্রামে পৌর কাউন্সিলর আল মামুনের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল

শাজাহানপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি: পায়ে চলা একটি রাস্তা নির্মাণ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধকে কেন্দ্র করে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ডের গন্ডগ্রাম এলাকা। দু'পক্ষের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আতংকিত হয়ে পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল দু'পক্ষ পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ-মানববন্ধন ও ঝাড়ু মিছিল করায় এলাকায় উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি যাতে সংঘাতে রুপ না নেয় সে জন্য সতর্ক অবস্থানে রয়েছে শাজাহানপুর থানা পুলিশ। এলাকাবাসি সূত্রে জানা গেছে, গন্ডগ্রাম মিঞাপাড়া এলাকায় পায়ে চলা একটি রাস্তা তৈরির বিরোধকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কাউন্সিলর মামুনের সাথে স্থানীয় যুবকদের বাকবিতন্ডা হয়। এর জের ধরে ওই দিন বিকালে কাউন্সিলর মামুনের নিজ এলাকা গন্ডগ্রাম পূর্বপাড়ায় গিয়ে একদল যুবক মোটরসাইকেল মহড়া দেয়। এতে স্থানীয়দের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওই মোটরসাইকেল মহড়ার প্রতিবাদে গ্রামবাসিকে সাথে নিয়ে কাউন্সিলর আল মামুনের সমর্থকরা গত শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বনানী-রাণীরহাট সড়কের গন্ডগ্রাম পূর্বপাড়া এলাকায় মানববন্ধন করে। মানববন্ধন শেষে সুলতানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে থাকা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয় থেকে আল মামুনের পক্ষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের বনানী এলাকা দিয়ে বেতগাড়ি হয়ে পুনরায় ওয়ার্ড কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। ওই মানববন্ধন থেকে এলাকার শান্তি-শৃংখলা বিনষ্টের অভিযোগ তোলা হয় স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা আবু জাফর সিদ্দিক রিপনের বিরুদ্ধে। অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম ও এলাকাবাসির সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে পৌর কাউন্সিলর আল মামুনের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল বের করে গন্ডগ্রাম মিঞাপাড়ার লোকজন। গন্ডগ্রাম মিঞাপাড়া থেকে ঝাড়ু মিছিল শুরু হয় এবং বনানী গোলচত্বর হয়ে সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজের সামনে দিয়ে ঝাড়ু মিছিলটি পুনরায় গন্ডগ্রাম মিঞাপাড়ায় গিয়ে শেষ হয়।

পাল্টা মানববন্ধন

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আবু জাফর সিদ্দিক রিপন জানিয়েছেন, তিনি চিকিৎসার জন্য কয়েকদিন যাবত ঢাকায় অবস্থান করছেন। তাকে অযথাই দোষারোপ করা হচ্ছে। শাজাহানপুর থানার ওসি আব্দুল কাদের জিলানী জানিয়েছেন, গন্ডগ্রামে রাস্তা তৈরি নিয়ে দু'পক্ষের বিরোধের বিষয়ে থানায় পাল্টাপাল্টি সাধারণ ডায়েরী (জিডি) রেকর্ড হয়েছে। জিডি'র বিষয়ে তদন্ত চলমান। তদন্ত চলাকালে যাতে পক্ষদ্বয় আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটাতে না পারে সেজন্য কৈগাড়ী ফাঁড়িকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। এমনকি গত শনিবার দু'পক্ষের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল

দৈনিক করতোয়া

বৃহস্পতিবার
১০ কার্তিক ১৪৩০ : ২৬ অক্টোবর ২০২৩

বগুড়া প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবির অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার লোকজনের বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে গতকাল বগুড়া প্রসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয় সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলন, বাড়ির প্লান পাস করে দিতে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন ভাতা দেওয়ার কার্ড করে দিতে তার লোকজন অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ বলেন কাউন্সিলর আল মামুন নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। এতে বলা হয় ফুলতলা এলাকার আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার নামে তার লোকজন এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা তোলা শুরু করেছে। তারা এলাকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তুত করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা তোলা শুরু করে। তালিকার

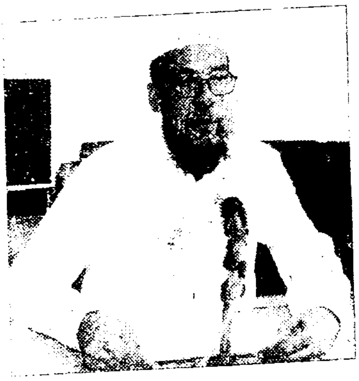

গতকাল বগুড়া প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের ফুলতলা আদর্শপাড়ার আলহাজ মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ -করতোয়া

নামে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে তারা বলে যে উক্ত রাস্তা পাকা করতে কাউন্সিলরকে দুই লাখ টাকা দিতে হবে। এ বিষয়ে গত ১৭ অক্টোবর এলাকার ২০/২৫ জন নারী ও পুরুষ সাথে নিয়ে মেয়রের সাথে দেখা করে তাকে বলা হয় যে, কাউন্সিলর আল মামুন তার লোকজনের মাধ্যমে রাস্তাটি তৈরি করতে এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে। উক্ত টাকা দিতে নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে সংবাদ সম্মেলন আহ্বানকারী জহুরুল ইসলাম আকন্দকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ সহ প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এ সময় এলাকাবাসীর কাছ থেকে কাউন্সিলর এর দুই লাখ টাকা দাবি সম্পর্কে মেয়রের কাছে প্রতিকার চাইলে তিনি আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন 'কাউন্সিলর আল মামুন তার বাহিনী দ্বারা থানা থেকে উক্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে আমাকে হত্যা গুমসহ আমার পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করবে বলে বিভিন্ন স্থানে বলে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছি। এসব বিষয়ে প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করছি।' এ বিষয়ে বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন বলেন, সংবাদ সম্মেলনে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযো করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। তাছাড়া উক্ত সংবাদ সম্মেলনকারি একজন দুষ্ট প্রকৃতির ও মামলাবাজ।

দৈনিক
মুক্ত সকাল
সত্যই আমাদের পাথেয়...
বগুড়া ঃ বৃহস্পতিবার ২৬ অক্টোবর ২০২৩ ঃ ১০ কার্তিক ১৪৩০

বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার বাহিনীর বিভিন্ন অপকর্ম এবং সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলনের প্রতিবাদে বুধবার প্রেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অবসর প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্য আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ -মুক্ত সকাল

বগুড়া পৌর ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার:

বগুড়া পৌর ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। ২৫ অক্টোবর বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টায় বগুড়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সদস্য বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার ফুলতলা আর্দশপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ। তিনি তার লিখিত বক্তব্যে বলেন,বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার বাহিনী সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে টাকা উত্তোলন, বাড়ীর প্লান পাস করে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন সরকারীর ভাতা দেওয়ার নাম করে তার লোকজন দ্বারা অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, আল মামুন ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। অতি সম্প্রতি তিনি ফুলতলা আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার নামে কাউন্সিলরকে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা তোলা শুরু করে। এবিষয়ে একই এলাকার মোঃ হারুন মাষ্টার, মোঃ নূর হোসেন, রফিকুল ইসলাম ব্যাংকার সহ আরো কয়েকজন একাজে সহায়তা করেন। তারা এলাকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা দাবি করে। তালিকার মধ্যে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে বলেন, কাউন্সিলর আপনার নামে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধার্য্য করেছেন। উক্ত শফিকুল টাকা না দিয়ে বিষয়টি আমাকে জানালে আমি তাকে এবং এলাকাবাসীকে চাঁদার টাকা দিতে নিষেধ করি এবং তাদেরকে নিয়ে পৌর মেয়রের সাথে গত ১৭ অক্টোবর ২০২৩ এলাকার ২০/২৫ নারী-পুরুষকে সাথে নিয়ে মেয়রের সাথে দেখা করি এবং বলি কাউন্সিলর আল মামুন এলাকার লোকজনের মাধ্যমে রাস্তা তৈরী করতে এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছেন। বিষয়টি শুনে মেয়র বলেন, সড়কটি কোন দিক থেকে কাজ করলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এদিকে কাউন্সিলরকে টাকা দিতে নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ সহ প্রাণনাশের হুমকি দেয়। আমি ভয়ে ভীত হয়ে গত ১৬ অক্টোবর ২০২৩ শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ দায়ের করি যার নং ১৬০২। এদিকে কাউন্সিলর আল মামুন তার বাহিনী দ্বারা থানা থেকে উক্ত অভিযোগ তুলে নেয়ার জন্য আমাকে চাপ দেয়। অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে আমাকে হত্যা গুমসহ আমার পরিবারের সদস্যদেরকেও হত্যা করবে বলে বিভিন্ন স্থানে বলে বেড়ায়। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছি। তিনি আমি তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করেছেন।

বৃহস্পতিবার, ঢাকা ২৬ অক্টোবর ২০২৩ ১০ কার্তিক ১৪৩০ ▪ বর্ষ ২৩ ▪ সংখ্যা ২৮৫ ▪ পৃষ্ঠা ১২ ▪ মূল্য ▪ টাকা

জনগণের মুখপত্র

ভোরের দর্পণ

প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নানা অনিয়মের অভিযোগ

বগুড়া অফিস ▪

বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার লোকজনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলন, বাড়ীর প্লান পাস করে দিতে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন ভাতা পাওয়ার কার্ড করে দিতে তার লোকজন অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়। সংবাদ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বগুড়া পৌরসভার ১৩নং

শেষের পাতার পর

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ বলেন, বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। সংবাদ সম্মেলনে তারই কিছু নমুনা আমি তুলে ধরছি। ফুলতলা এলাকার আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার নামে তার লোকজন এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা তোলা শুরু করেছে। একই এলাকার মোঃ হারুন মাষ্টার, মোঃ নুর হোসেন, রফিকুল ইসলাম ব্যাংকার সহ আরো কয়েকজন। তারা এলাকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তুত করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা তোলা শুরু করে। তালিকার মধ্যে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে তারা বলে যে উক্ত রাস্তা পাকা করতে কাউন্সিলরকে দুই লাখ টাকা দিতে হবে। এ কারণে আপনার নামে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। তিনি টাকা না দিয়ে বিষয়টি আমাকে জানালে তাকে এবং এলাকাবাসীকে চাঁদার টাকা দিতে নিষেধ করি। তাদেরকে বলি আগে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করি তার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিবো। এ বিষয়ে গত ১৭ অক্টোবর তিনি এলাকার ২০/২৫ জন নারী ও পুরুষ সাথে নিয়ে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করেন। এসময় ঐ সড়কটি কোন দিক থেকে কাজ করলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করা হয়। এ সময় মেয়র মহোদয়কে জানানো হয়, উক্ত কাউন্সিলর আল মামুন ও তার লোকজনের মাধ্যমে এই রাস্তাটি তৈরী করতে এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছে। উক্ত টাকা দিতে নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে তাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ সহ প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। এতে তিনি শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ (নং-১৬০২) দায়ের করেন। এ সময় এলাকাবাসীর কাছ থেকে কাউন্সিলর এর দুই লাখ টাকা দাবী সম্পর্কে মেয়র মহোদয়ের কাছ থেকে প্রতিকার চাইলে তিনি আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। এদিকে কাউন্সিলর আল মামুন তার লোকজনের দ্বারা থানা থেকে উক্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য তাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে তাকে হত্যা গুমসহ তার পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করবে বলে বিভিন্ন স্থানে বলে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছেন। এসব বিষয়ে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন। এ বিষয়ে বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন বলেন, সংবাদ সম্মেলনে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। তাছাড়া উক্ত সংবাদ সম্মেলনকারি একজন দুষ্ট প্রকৃতির ও মামলাবাজ ব্যক্তি।

দৈনিক
সাতমাথা
THE DAILY SATMATHA ♦ [illegible]

♦ বগুড়া ♦ বৃহস্পতিবার ♦ ২৬ অক্টোবর ২০২৩ইং ♦ ১০ কার্তিক ১৪৩০ বাংলা

বগুড়ায় ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

[illegible]
[illegible]
[illegible]
আদর্শ পাড়া এলাকায় আলহাজ্ব জহুরুল ইসলাম আকন্দ উক্ত সংবাদ সম্মেলনে
লিখিত বক্তব্য পাঠকালে বলেন, সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলন,
বাড়ীর প্রান পাস করে দিতে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে
টাকা আদায় সহ বিভিন্ন ভাতা দেওয়ার কার্ড করে দিতে তার লোকজন
অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে। ১৩ নং ওয়ার্ড
কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে
চলেছেন। তারই কিছু নমুনা আমি তুলে ধরছি। ফুলতলা আমেরিকা বোর্ডিং
এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার (২য় পৃষ্ঠায় ২ কঃ দেখুন)

বগুড়ায় ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের

নামে কাউন্সিলরকে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা
চাঁদা তোলা শুরু করে একই এলাকার মোঃ হারুন মাষ্টার, মোঃ নুর হোসেন,
রফিকুল ইসলাম ব্যাংকার সহ আরো কয়েকজন। তারা এলাকাবাসীর নামে
বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তুত করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা
তোলা শুরু করে। তালিকার মধ্যে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ
শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে বলে কাউন্সিলরকে দুই লাখ টাকা দিতে
আপনার নামে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। তিনি টাকা না দিয়ে
বিষয়টি আমাকে জানালে তাকে এবং এলাকাবাসীকে চাঁদার টাকা দিতে
নিষেধ করি। তাদেরকে বলি আগে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করি তার পরে
আমরা সিদ্ধান্ত নিবো। আমি এলাকার ২০/২৫ নারী/ পুরুষ সাথে নিয়ে মেয়র
সাহেবের সাথে দেখা করি। এসময় আমাদের ঐ সড়কটি কোন দিক থেকে
কাজ করলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেয়র সাহেবকে
অনুরোধ করি। এ সময় আমি মেয়র মহোদয়কে বলি যে, কাউন্সিলর আল
মামুন তার লোকজনের মাধ্যমে আমাদের এই রাস্তাটি তৈরী করতে
এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছে। উক্ত টাকা দিতে
নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি-
গালাজন সহ প্রাণ নাশের হুমকি দেয়।

দৈনিক
সাতমাথা
THE DAILY SATMATHA ◆ জাতীয় চেতনা ও সত্যনিষ্ঠার প্রতীক
◆ বগুড়া ◆ বৃহস্পতিবার ◆২৬ অক্টোবর ২০২৩ইং ◆ ১০ কার্তিক ১৪৩০ বাংলা

বগুড়ায় ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার: বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার বাহিনীর বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় বগুড়া প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ফুলতলা আদর্শ পাড়া এলাকায় আলহাজ্ব জহুরুল ইসলাম আকন্দ উক্ত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠকালে বলেন, সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলন, বাড়ীর প্রান পাস করে দিতে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন ভাতা দেওয়ার কার্ড করে দিতে তার লোকজন অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে। ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। তারই কিছু নমুনা আমি তুলে ধরছি। ফুলতলা আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার (২য় পৃষ্ঠায় ২ কঃ দেখুন)

বগুড়ায় ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের

নামে কাউন্সিলরকে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা
চাঁদা তোলা শুরু করে একই এলাকার মোঃ হারুন মাষ্টার, মোঃ নুর হোসেন,
রফিকুল ইসলাম ব্যাংকার সহ আরো কয়েকজন। তারা এলাকাবাসীর নামে
বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তুত করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা
তোলা শুরু করে। তালিকার মধ্যে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ
শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে বলে কাউন্সিলরকে দুই লাখ টাকা দিতে
আপনার নামে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। তিনি টাকা না দিয়ে
বিষয়টি আমাকে জানালে তাকে এবং এলাকাবাসীকে চাঁদার টাকা দিতে
নিষেধ করি। তাদেরকে বলি আগে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করি তার পরে
আমরা সিদ্ধান্ত নিবো। আমি এলাকার ২০/২৫ নারী/ পুরুষ সাথে নিয়ে মেয়র
সাহেবের সাথে দেখা করি। এসময় আমাদের ঐ সড়কটি কোন দিক থেকে
কাজ করলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেয়র সাহেবকে
অনুরোধ করি। এ সময় আমি মেয়র মহোদয়কে বলি যে, কাউন্সিলর আল
মামুন তার লোকজনের মাধ্যমে আমাদের এই রাস্তাটি তৈরী করতে
এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছে। উক্ত টাকা দিতে
নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি-
গালাজল সহ প্রাণ নাশের হুমকি দেয়।

দৈনিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ আগামীর পথে...
উত্তরের দর্পণ
বগুড়া :: বৃহস্পতিবার :: ২৬ অক্টোবর ২০২৩ :: ১১ কার্তিক ১৪৩০

বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ডে সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে টাকা উত্তোলনের প্রতিবাদে বুধবার প্রেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্য মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ — উত্তরের দর্পণ

স্টাফ রিপোর্টার: বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। ২৫ অক্টোবর বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টায় বগুড়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার ফুলতলা আদর্শপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ। তিনি বলেন, বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ডে সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে টাকা উত্তোলন, বাড়ীর প্লান পাস করে টাকা আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করেন তিনি। এদিকে কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ সহ প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। আমি ভয়ে ভীত হয়ে গত ১৬ অক্টোবর ২০২৩ শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ দায়ের করি যার নং ১৬০২। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছি। তিনি আমি তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করেছেন। বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ বলেন, যে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তার সাথে কখনও কথা হয়নি এসব বিষয়ে। তিনি মিথ্যা বানোয়াট ও মনগড়া অভিযোগ করে কাউন্সিলরের সুনাম ক্ষুন্ন করার অপচেস্টা করছেন।

দৈনিক করতোয়া
The Daily Karatoa
শুক্রবার ১১ কার্তিক ১৪৩০ : ২৭ অক্টোবর ২০২৩
www.ekaratoa.com

গতকাল বগুড়া প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দের পক্ষে তার এলাকার মোঃ নাঈম -করতোয়া

পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

বগুড়ার পৌর কাউন্সিলর আল মামুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে
বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক করতোয়া পত্রিকাসহ বেশকিছু সংবাদমাধ্যমে
প্রকাশিত সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে ওই ওয়ার্ডবাসীর পক্ষ থেকে পাল্টা
সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বগুড়া প্রেসক্লাবে
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এলাকাবাসীর পক্ষে মো. নাঈম।
এসময় লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ২৫ অক্টোবর সকালে বগুড়া প্রেসক্লাবে
জেলার শাজাহানপুর ফুলতলার অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্য জহুরুল
ইসলাম আকন্দ ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দের বিরুদ্ধে যে
অভিযোগ করেছেন তা ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কাউন্সিলর মামুন
একজন ধার্মিক ও সৎ ব্যবসায়ী। তিনি সততার সাথে বগুড়া শহরের রাজা
বাজারে ব্যবসা করেন। তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা
ব্যক্তিগত আক্রোশ। মূলত ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সাথে গত পৌরসভা
নির্বাচনে হেরে জামানত বাজেয়াপ্ত হলে সাবেক সেনা সদস্য বিরুদ্ধাচারণ
করতে শুরু করেন। তিনি এর আগেই বগুড়া পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড জহুরুল
নগরে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মামলা করে বাড়ি বিক্রি করে ১৩নং ওয়ার্ডে বসবাস
শুরু করেন। সেনা সদস্য জহুরুল যে রাস্তাটির অভিযোগ করেছেন সেই রাস্তা
নিয়ে চাঁদা তোলার কোন বিষয়ই ঘটেনি। তার সাথে এলাকার কোন মানুষ
নেই, তাই তিনি একাই সংবাদ সম্মেলন করেছেন। থানার জিডি তুলে নেয়া
ও রাস্তা নির্মাণে বিষয়ে চাঁদা তোলার বিষয়টি সম্পূর্ণ বানোয়াট। এধরণের
কোন প্রমাণ তার কাছে নেই বলে দাবি করা হয়। তিনি বলেছেন, 'তাকে ও
তার পরিবারকে হত্যা ও গুম করা হবে' এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।

০৭/১১/২

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ (অবসর প্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনী) পিতা-মৃত হায়দার আলী আকন্দ, মাতা-মৃত জমিদা খাতুন, গ্রাম-ফুলতলা আদর্শ পাড়া, উপজেলা-শাজাহানপুর, জেলা-বগুড়া, আমার এলাকা বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি করে আসিতেছেন। তাহার অসাধ্য কোন কাজ নাই যে সে করিতে পারে না। আমার এলাকার ফুলতলা আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার নামে কাউন্সিলরের নিজস্ব লোকের মাধ্যমে এলাকাবাসীর নিকট হইতে থেকে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা চাঁদা তুলে রাস্তা নির্মাণ করার জন্য আমার এলাকার ১। মোঃ হারুন মাস্টার, ২। মোঃ নুর হোসেন, ৩। মোঃ রফিকুল ইসলাম, ৪। মোঃ রুবেল মিয়া. ৫। মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহ আরো কয়েকজন। তারা এলকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তুত করে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা তোলা শুরু করে। উক্ত এলাকার মোঃ শফিকুল ইসলাম, পিতা-মোঃ আমীর আলীর নিকট থেকে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) এবং একই এলাকার সার্জেন্ট মোঃ নাহারুল ইসলাম প্রাং (অবসর), পিতা-মোঃ জালাল উদ্দিন প্রাং এর নিকট থেকে ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা এবং মোঃ গোলাম হোসেন, পিতা-মৃত তোফাজজল হোসেন এর নিকট হইতে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা ও মোঃ মোহাতাব হোসেন, পিতা-মৃত মোজাহার হোসেন এর নিকট হইতে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা, মোছাঃ তামান্না খাতুন, স্বামী-মোঃ দেলুয়ার হোসেন এর নিকট হইতে ২০০০/-(দুই হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে। তাহারা টাকা না দিয়ে বিষয়টি আমাকে জানালে তাহাদের এবং এলাকাবাসীকে উক্ত চাঁদার টাকা দিতে নিষেধ করি। তাদেরকে বলি মেয়র মহোদয়ের সাথে দেখা করে আলোচনা করে পরে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহন করিব মর্মে জানাই। তৎপর উক্ত বিষয়ে গত ১৭/১০/২০২৩ইং তারিখে আমি সহ আমার এলাকার ১। মোঃ আব্দুল হামিদ ২। মোঃ নুর নবী আকন্দ, ৩। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, ৪। মোঃ মেহেরুল ইসলাম, ৫। মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ৬। মোঃ লিয়াকত হোসেন, ৭। মোঃ নাজমুল মাষ্টার, ৮। মোঃ সবুর হোসেন, ৯। ডাঃ আল মামুন মিয়া, ১০। মোঃ সুলতান হোসেন, ১১। মোঃ আমজাদ হোসেন, ১২। মোঃ আব্দুল আলীম, ১৩। মোঃ কোরবান আলী, ১৪। মোঃ সাইদ হোসেন, ১৫। মোঃ শফিকুল ইসলাম, ১৬। মোঃ অশিক মিয়া, ১৭। মোঃ হুদা মিয়া, ১৭। মোঃ সাইফুল ইসলাম, ১৮। মোঃ আব্দুস সাত্তার, ১৯। মোঃ লতিফ ভাইয়ের স্ত্রী, ২০। বাসেদ এর স্ত্রী, ২১। মোঃ আজমল এর স্ত্রী, ২২। মোঃ হাসান এর স্ত্রী সহ আরও অনেকে মেয়র মহোদয়ের নিকট দেখা করি। উক্ত রাস্তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া কিভাবে কাজ করিলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে দিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করি। এ সময় আমি মেয়র মহোদয়কে আরও বলি যে, কাউন্সিলর আল মামুন তার লোকজনের মাধ্যমে আমাদের এই রাস্তাটি তৈরী করতে এলাকাবাসীর কাছে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা চাঁদা দাবী করেছে। উক্ত টাকা দিতে নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ সহ প্রান নাশের হুমকি দেয়। এতে আমি শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ (নং ১৬০২) দায়ের করি। এ সময় এলাকাবাসীর কাছ থেকে কাউন্সিলর এর দুই লক্ষ টাকা দাবী সম্পর্কে মেয়র মহোদয়ের কাছ থেকে প্রতিকার চাইলে তিনি আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। পরবর্তীতে গত ২৫/১০/২০২৩ইং তারিখে উক্ত বিষয়ে বগুড়া প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করি এবং আরও উল্লেখ থাকে যে, গন্ডগ্রাম পৌর কাউন্সিলর আল মামুনের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল হয় তাহা গত ইং ১৫/০৫/২০২৩ইং দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এদিকে কাউন্সিলর আল মামুন তার বাহিনী দ্বারা থানা থেকে উক্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে আমাকে এবং আমার পরিবারে সদস্যদের হত্যা করিয়া লাশ গুম করবে বলে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। ইহাতে আমি সহ আমার পরিবারের লোকজন নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করিতেছি। আমি ও আমার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সু-দৃষ্টি কামনা করছি। অত্রসহ গতইং ২৫/১০/২০২৩ইং সংবাদ সম্মেলনের কপি ও বিভিন্ন পত্রিকার পেপার কাটিং, গত ইং ১৫/০৫/২০২৩ইং তারিখের ঝাড়ু মিছিলের সংবাদ দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের পেপার কাটিং এবং ২৫/১০/২০২৩ইং তারিখের আমার সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদ করার কথা কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ সে নিজে না করিয়া ভাড়াটিয়া লোক দ্বারা প্রতিবাদ করিয়াছে তাহাতে আমাকে অপমান করার সামীল, তাহার ২৭/১০/২০২৩ইং তারিখে প্রকাশিত দৈনিক করতোয়া পত্রিকার কাটিং সহ ছবি সংযুক্ত করা হইল।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আবেদন উপরোক্ত অবস্থাদি বিশেষভাবে বিবেচনা করতঃ উক্ত ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষে কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করিতে মহোদয়ের মর্জি হয়।

<u>সদয় অনুলিপিঃ</u>

১। সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রানালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
২। সচিব, স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রালয়, ঢাকা
৩। মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।
৪। মহা-পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা
৫। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী।
৬। জেলা প্রশাসক মহোদয়, বগুড়া।
৭। পুলিশ সুপার, বগুড়া।
৮। উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, জেলা কার্যালয়, বগুড়া
৯। অধিনায়ক, র‍্যাব-১২, বগুড়া

স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রাপ্তির তারিখ ২/১১/২৩
নম্বর ৫৩

১৩৫৫

তারিখ: ৫/১১/২৩
সচিব (ন:উ:-১)
যুগ্ম-সচিব (ন:উ-২)
৩। উপ-সচিব (সি:ক:১/২)
। উপ-সচিব (পৌর-১/২)

নিবেদক

৩০/১০/২০২৩ইং
(আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ)
(অবসর প্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনী)
পিতা মৃত-হায়দার আলী আকন্দ
সাং-ফুলতলা আদর্শ পাড়া
উপজেলা-শাজাহানপুর
জেলা-বগুড়া।
মোবা: ০১৭১৫-৪৯৯২৬৯।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

বগুড়া পেরৈসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার বাহিনীর বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে আজকের এই সংবাদ সম্মেলন। সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলন, বাড়ীর প্লান পাস করে দিতে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন ভাতা দেওয়ার কার্ড করে দিতে তার লোকজন অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে।

সাংবাদিক বন্ধুরা আমি আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ (অবসর প্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনী) পিতা মৃত হায়দার আলী আকন্দ, গ্রাম- ফুলতলা আদর্শ পাড়া, উপজেলা ঃ শাজাহানপুর, জেলাঃ বগুড়া। ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। তারই কিছু নমুনা আমি তুলে ধরছি। ফুলতলা আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার নামে কাউন্সিলরকে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা তোলা শুরু করে একই এলাকার মোঃ হারুন মাষ্টার, মোঃ নুর হোসেন, রফিকুল ইসলাম ব্যাংকার সহ আরো কয়েকজন। তারা এলাকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তত করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা তোলা শুরু করে। তালিকার মধ্যে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে বলে কাউন্সিলরকে দুই লাখ টাকা দিতে আপনার নামে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। তিনি টাকা না দিয়ে বিষয়টি আমাকে জানালে তাকে এবং এলাকাবাসীকে চাঁদার টাকা দিতে নিষেধ করি। তাদেরকে বলি আগে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করি তার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিবো। এ বিষয়ে গত ১৭/১০/২০২৩ ইং তারিখে আমি এলাকার ২০/২৫ নারী/ পুরুষ সাথে নিয়ে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করি। এসময় আমাদের ঐ সড়কটি কোন দিক থেকে কাজ করলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করি। এ সময় আমি মেয়র মহোদয়কে বলি যে, কাউন্সিলর আল মামুন তার লোকজনের মাধ্যমে আমাদের এই রাস্তাটি তৈরী করতে এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছে। উক্ত টাকা দিতে নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ সহ প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। এতে আমি শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ (নং-১৬০২) দায়ের করি। এ সময় এলাকাবাসীর কাছ থেকে কাউন্সিলর এর দুই লাখ টাকা দাবী সম্পর্কে মেয়র মহোদয়ের কাছ থেকে প্রতিকার চাইলে তিনি আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

এদিকে কাউন্সিলর আল মামুন তার বাহিনী দ্বারা থানা থেকে উক্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে আমাকে হত্যা গুমসহ আমার পরিবারের সদস্যদেরকে ও হত্যা করবে বলে বিভিন্ন স্থানে বলে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছি। আমি ও আমার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

নিবেদক

মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ
২৫/১০/২০২৩ ইং

(আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ)
(অবসর প্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনী)
পিতা মৃত হায়দার আলী আকন্দ,
গ্রাম- ফুলতলা আদর্শ পাড়া,
উপজেলা ঃ শাজাহানপুর, জেলাঃ বগুড়া।
০১৭১৫-৪৯৯২৬৯

অভিযোগ নং- ১৬০২

বরাবর
অফিসার ইনচার্জ
শাজাহানপুর থানা, বগুড়া।

বিষয়ঃ অভিযোগ প্রসঙ্গে।

জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ (৫২), পিতা-মৃত হায়দার আলী আকন্দ, মাতা-মৃত জমিদা খাতুন, সাং-ফুলতলা আদর্শপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৩, বগুড়া পৌরসভা, থানা-শাজাহানপুর, জেলা-বগুড়া এই মর্মে থানায় হাজির হইয়া বিবাদী ১। আলহাজ্ব আল মামুন আকন্দ (৫৩), পিতা-মৃত আবু বক্কর আকন্দ, সাং-গন্ডগ্রাম মধ্যপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৩, বগুড়া পৌরসভা, থানা-শাজাহানপুর, জেলা-বগুড়া এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিতেছি যে, উক্ত বিবাদী শাজাহানপুর থানাধীন ১৩নং ওয়ার্ড, বগুড়া পৌরসভার কাউন্সিলর। ইং ১৬/১০/২০২৩ তারিখ সকাল অনুমান ১০.১৫ ঘটিকার সময় আমি আমার ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৭১৫-৪৯৯২৬৯ নাম্বার হইতে বিবাদীর ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৭১৮-০২৩১৯৭ নাম্বারে মোবাইল করিয়া আমাদের এলাকার রাস্তা সম্পর্কে বলিলে বিবাদী ক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ব শত্রুতার জের ধরিয়া আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। আমি বিবাদীকে গালিগালাজ করিতে নিষেধ করিলে বিবাদী আমাকে প্রাণনাশের হুমকি সহ বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদান করে ফোন কেটে দেয়। ঘটনার বিষয়ে সাক্ষী ১। অবঃ সিনিঃ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আব্দুল হামিদ (৫৫), পিতা-অজ্ঞাত, ২। অবঃ সার্জেন্ট মোঃ লিয়াকত হোসেন (৫০), পিতা-মৃত খালেক উদ্দিন আকন্দ, ৩। অবঃ সার্জেন মোঃ দেলোয়ার হোসনে (৫৩), পিতা-অজ্ঞাত, সর্ব সাং-ফুলতলা আদর্শপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৩, বগুড়া পৌরসভা, থানা-শাজাহানপুর, জেলা-বগুড়াগণ সহ বিষয়টি সম্পর্কে আরো অনেকেই অবগত আছেন। বিষয়টি আমি আমার নিকট আত্মীয় স্বজন ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের সহিত আলোচনা করিয়া থানায় আসিয়া অভিযোগ দায়ের করিতে বিলম্ব হইল।

অতএব, উল্লেখিত বিষয়ে তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে মর্জি হয়।

নিবেদক

মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ

(মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ)
মোবাঃ ০১৭১৫-৪৯৯২৬৯
জন্ম তারিখ-০১/০৬/১৯৭১
এনআইডি নং- ৬৮৯৯৩৩৬৫৮৭

তাং ১৬/১০/২০২৩ইং

দৈনিক করতোয়া
The Daily Karatoa

সোমবার ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ : ১৫ মে ২০২৩

www.ekaratoa.com

পৌর কাউন্সিলর আল মামুনের ওপর হামলার লক্ষে বগুড়ার গন্ডগ্রাম পূর্বপাড়ায় একদল যুবকের মোটরসাইকেল মহড়ার প্রতিবাদে গত শনিবার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে স্থানীয়দের বিক্ষোভ মিছিল (বামে), (ডানে) স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্ব্যহারের অভিযোগ তুলে ওই একই সড়কে কাউন্সিলর আল মামুনের বিরুদ্ধে গন্ডগ্রাম মিঞাপাড়াবাসির ঝাড়ু মিছিল -করতোয়া

বগুড়ার গন্ডগ্রামে পৌর কাউন্সিলর আল মামুনের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল

শাজাহানপুর (বগুড়া) প্রতিনিধিঃ পায়ে চলা একটি রাস্তা নির্মাণ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধকে কেন্দ্র করে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ডের গন্ডগ্রাম এলাকা। দু'পক্ষের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আতংকিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল দু'পক্ষ পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ-মানববন্ধন ও ঝাড়ু মিছিল করায় এলাকায় উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি যাতে সংঘাতে রুপ না নেয় সে জন্য সতর্ক অবস্থানে রয়েছে শাজাহানপুর থানা পুলিশ। এলাকাবাসি সূত্রে জানা গেছে, গন্ডগ্রাম মিঞাপাড়া এলাকায় পায়ে চলা একটি রাস্তা তৈরির বিরোধকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কাউন্সিলর মামুনের সাথে স্থানীয় যুবকদের বাকবিতণ্ডা হয়। এর জের ধরে ওই দিন বিকালে কাউন্সিলর মামুনের নিজ এলাকা গন্ডগ্রাম পূর্বপাড়ায় গিয়ে একদল যুবক মোটরসাইকেল মহড়া দেয়। এতে স্থানীয়দের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওই মোটরসাইকেল মহড়ার প্রতিবাদে গ্রামবাসিকে সাথে নিয়ে কাউন্সিলর আল মামুনের সমর্থকরা গত শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বনানী-রাণীরহাট সড়কের গন্ডগ্রাম পূর্বপাড়া এলাকায় মানববন্ধন করে। মানববন্ধন শেষে সুলতানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে থাকা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয় থেকে আল মামুনের পক্ষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের বনানী এলাকা দিয়ে বেতগাড়ি হয়ে পুনরায় ওয়ার্ড কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। ওই মানববন্ধন থেকে এলাকার শান্তি-শৃংখলা বিনষ্টের অভিযোগ তোলা হয় স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা আবু জাফর সিদ্দিক রিপনের বিরুদ্ধে।

পাল্টা মানববন্ধন

অপরদিকে স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম ও এলাকাবাসির সাথে দুর্ব্যবহারে অভিযোগ তুলে শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে পৌর কাউন্সিলর আল মামুনের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল বের করে গন্ডগ্রাম মিঞাপাড়ার লোকজন। গন্ডগ্রাম মিঞাপাড়া থেকে ঝাড়ু মিছিল শুরু হয় এবং বনানী গোলচত্বর হয়ে সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজের সামনে দিয়ে ঝাড়ু মিছিলটি পুনরায় গন্ডগ্রাম মিঞাপাড়ায় গিয়ে শেষ হয়। স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আবু জাফর সিদ্দিক রিপন জানিয়েছেন, তিনি চিকিৎসার জন্য কয়েকদিন যাবত ঢাকায় অবস্থান করছেন। তাকে অযথাই দোষারোপ করা হচ্ছে। শাজাহানপুর থানার ওসি আব্দুল কাদের জিলানী জানিয়েছেন, গন্ডগ্রামে রাস্তা তৈরি নিয়ে দু'পক্ষের বিরোধের বিষয়ে থানায় পাল্টাপাল্টি সাধারণ ডায়েরী (জিডি) রেকর্ড হয়েছে। জিডি'র বিষয়ে তদন্ত চলমান। তদন্ত চলাকালে যাতে পক্ষদ্বয় আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটাতে না পারে সেজন্য কৈগাড়ী ফাঁড়িকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। এমনকি গত শনিবার দু'পক্ষের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

দৈনিক
করতোয়া

বৃহস্পতিবার
১০ কার্তিক ১৪৩০ : ২৬ অক্টোবর ২০২৩

বগুড়া প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবির অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার লোকজনের বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে গতকাল বগুড়া প্রসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয় সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলন, বাড়ির প্লান পাস করে দিতে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন ভাতা দেওয়ার কার্ড করে দিতে তার লোকজন অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ বলেন কাউন্সিলর আল মামুন নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। এতে বলা হয় ফুলতলা এলাকার আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার নামে তার লোকজন এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা তোলা শুরু করেছে। তারা এলাকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তুত করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা তোলা শুরু করে। তালিকার

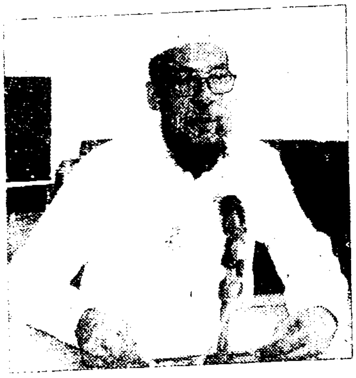

গতকাল বগুড়া প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের ফুলতলা আদর্শপাড়ার আলহাজ মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ -করতোয়া

মধ্যে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে তারা বলে যে উক্ত রাস্তা পাকা করতে কাউন্সিলরকে দুই লাখ টাকা দিতে হবে। এ বিষয়ে গত ১৭ অক্টোবর এলাকার ২০/২৫ জন নারী ও পুরুষ সাথে নিয়ে মেয়রের সাথে দেখা করলে তাকে বলা হয় যে, কাউন্সিলর আল মামুন তার লোকজনের মাধ্যমে রাস্তাটি তৈরি করতে এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে। উক্ত টাকা দিতে নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে সংবাদ সম্মেলন আহ্বানকারী জহুরুল ইসলাম আকন্দকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ সহ প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এ সময় এলাকাবাসীর কাছ থেকে কাউন্সিলর এর দুই লাখ টাকা দাবি সম্পর্কে মেয়রের কাছে প্রতিকার চাইলে তিনি আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন কাউন্সিলর আল মামুন তার বাহিনী দ্বারা থানা থেকে উক্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে আমাকে হত্যা গুমসহ আমার পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করবে বলে বিভিন্ন স্থানে বলে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছি। এসব বিষয়ে প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করছি। এ বিষয়ে বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন বলেন, সংবাদ সম্মেলনে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। [illegible] উক্ত সংবাদ সম্মেলনকারি একজন দুষ্ট প্রকৃতির ও মামলাবাজ।

দৈনিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ আগামীর পথে...
উত্তরের দর্পণ
বগুড়া :: বৃহস্পতিবার :: ২৬ অক্টোবর ২০২৩ :: ১১ কার্তিক ১৪৩০

বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ডে সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলনের প্রতিবাদে বুধবার প্রেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্য আলহাজ্ব জহুরুল ইসলাম আকন্দ উত্তরের দর্পণ

স্টাফ রিপোর্টার: বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। ২৫ অক্টোবর বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টায় বগুড়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার ফুলতলা আদর্শপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ। তিনি বলেন,বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ডে সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে টাকা উত্তোলন, বাড়ীর পল্লান পাস করে টাকা আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করেন তিনি। এদিকে কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ সহ প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। আমি ভয়ে ভীত হয়ে গত ১৬ অক্টোবর ২০২৩ শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ দায়ের করি যার নং ১৬০২। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছি। তিনি আমি তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করেছেন। বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ বলেন, যে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তার সাথে কখনও কথা হয়নি এসব বিষয়ে। তিনি মিথ্যা বানোয়াট ও মনগড়া অভিযোগ করে কাউন্সিলরের সুনাম ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা করছেন।

দৈনিক
সাতমাথা
THE DAILY SATMATHA ◆ জাতীয় চেতনা ও সত্যনিষ্ঠার প্রতীক

◆ বগুড়া ◆ বৃহস্পতিবার ◆ ২৬ অক্টোবর ২০২৩ইং ◆ ১০ কার্তিক ১৪৩০ বাংলা

বগুড়ায় ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার: বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার বাহিনীর বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় বগুড়া প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ফুলতলা আদর্শ পাড়া এলাকায় আলহাজ্ব জহুরুল ইসলাম আকন্দ উক্ত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠকালে বলেন, সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলন, বাড়ীর প্রান পাস করে দিতে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন ভাতা দেওয়ার কার্ড করে দিতে তার লোকজন অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে। ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। তারই কিছু নমুনা আমি তুলে ধরছি। ফুলতলা আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার (২য় পৃষ্ঠায় ২ কঃ দেখুন)

বগুড়ায় ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের

নামে কাউন্সিলরকে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা তোলা শুরু করে একই এলাকার মোঃ হারুন মাষ্টার, মোঃ নুর হোসেন, রফিকুল ইসলাম ব্যাংকার সহ আরো কয়েকজন। তারা এলাকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তুত করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা তোলা শুরু করে। তালিকার মধ্যে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে বলে কাউন্সিলরকে দুই লাখ টাকা দিতে আপনার নামে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। তিনি টাকা না দিয়ে বিষয়টি আমাকে জানালে তাকে এবং এলাকাবাসীকে চাঁদার টাকা দিতে নিষেধ করি। তাদেরকে বলি আগে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করি তার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিবো। আমি এলাকার ২০/২৫ নারী/ পুরুষ সাথে নিয়ে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করি। এসময় আমাদের ঐ সড়কটি কোন দিক থেকে কাজ করলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করি। এ সময় আমি মেয়র মহোদয়কে বলি যে, কাউন্সিলর আল মামুন তার লোকজনের মাধ্যমে আমাদের এই রাস্তাটি তৈরী করতে এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছে। উক্ত টাকা দিতে নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজন সহ প্রাণ নাশের হুমকি দেয়।

দৈনিক
মুক্ত সকাল
সত্যই আমাদের পাথেয়...
বগুড়া ঃ বৃহস্পতিবার ২৬ অক্টোবর ২০২৩ ঃ ১০ কার্তিক ১৪৩০

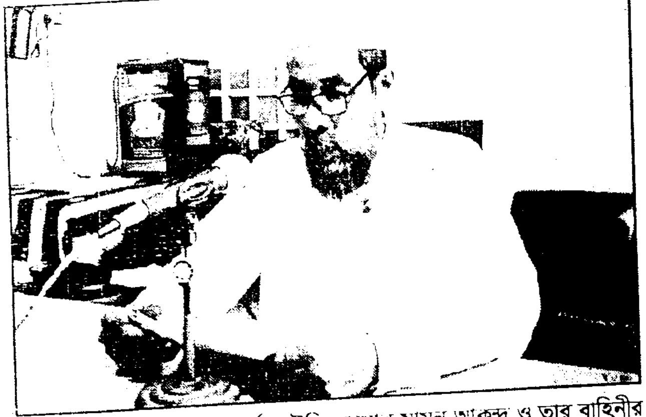

বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার বাহিনীর বিভিন্ন অপকর্ম এবং সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলনের প্রতিবাদে বুধবার প্রেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অবসর প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্য আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ -মুক্ত সকাল

বগুড়া পৌর ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টারঃ

বগুড়া পৌর ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। ২৫ অক্টোবর বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টায় বগুড়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সদস্য বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার ফুলতলা আদর্শপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ। তিনি তার লিখিত বক্তব্যে বলেন,বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার বাহিনী সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে টাকা উত্তোলন, বাড়ীর প্লান পাস করে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন সরকারীর ভাতা 'দেওয়ার নাম করে তার লোকজন দ্বারা অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে তিনি আরো উল্লেখ করেন, আল মামুন ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। অতি সম্প্রতি তিনি ফুলতলা আমেরিকা বেল্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার নামে কাউন্সিলরকে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা তোলা শুরু করে এবিষয়ে একই এলাকার মোঃ হারুন মাষ্টার, মোঃ নূর হোসেন, রফিকুল ইসলাম ব্যাংকার সহ আরো কয়েকজন একাজে সহায়তা করেন। তারা এলাকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা দাবি করে। তালিকার মধ্যে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে বলেন, কাউন্সিলর আপনার নামে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধার্য্য করেছেন। উক্ত শফিকুল টাকা না দিয়ে বিষয়টি আমাকে জানালে আমি তাকে এবং এলাকাবাসীকে চাঁদার টাকা দিতে নিষেধ করি এবং তাদেরকে নিয়ে পৌর মেয়রের সাথে গত ১৭ অক্টোবর ২০২৩ এলাকার ২০/২৫ নারী-পুরুষকে সাথে নিয়ে মেয়রের সাথে দেখা করি এবং বলি কাউন্সিলর আল মামুন এলাকার লোকজনের মাধ্যমে রাস্তা তৈরী করতে এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছেন। বিষয়টি শুনে মেয়র বলেন, সড়কটি কোন দিক থেকে কাজ করলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এদিকে কাউন্সিলরকে টাকা দিতে নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ সহ প্রাণনাশের হুমকি দেয়। আমি ভয়ে ভীত হয়ে গত ১৬ অক্টোবর ২০২৩ শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ দায়ের করি যার নং ১৬০২। এদিকে কাউন্সিলর আল মামুন তার বাহিনী দ্বারা থানা থেকে উক্ত অভিযোগ তুলে নেয়ার জন্য আমাকে চাপ দেয়। অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে আমাকে হত্যা গুমসহ আমার পরিবারের সদস্যদেরকেও হত্যা করবে বলে বিভিন্ন স্থানে বলে বেড়ায়। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছি। তিনি আমি তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করেছেন।

বৃহস্পতিবার, ঢাকা ২৬ অক্টোবর ২০২৩ ■ ১০ কার্তিক ১৪৩০ ■ বর্ষ ২৩ ■ সংখ্যা ২৮৫ ■ পৃষ্ঠা ১২ ■ মূল্য ৳ টাকা

জনগণের মুখপত্র

ভোরের দর্পণ

প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নানা অনিয়মের অভিযোগ

বগুড়া অফিস

বগুড়া পৌরসভার ১৩ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দ ও তার লোকজনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সড়ক উন্নয়নের কাজের নামে চাঁদা উত্তোলন, বাড়ীর প্লান পাস করে দিতে টাকা আদায়, জমি জমা সংক্রান্ত মিমাংসার নামে টাকা আদায় সহ বিভিন্ন ভাতা পাওয়ার কার্ড করে দিতে তার লোকজন অসহায় মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়। সংবাদ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বগুড়া পৌরসভার ১৩নং

শেষের পাতার পর

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল ইসলাম আকন্দ বলেন, বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। সংবাদ সম্মেলনে তারই কিছু নমুনা আমি তুলে ধরছি। ফুলতলা এলাকার আমেরিকা বোর্ডিং এর পূর্ব পার্শ্বে একটি রাস্তা পাকা করে দেওয়ার নামে তার লোকজন এলাকাবাসীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা তোলা শুরু করেছে। একই এলাকার মোঃ হারুন মাষ্টার, মোঃ নুর হোসেন, রফিকুল ইসলাম ব্যাংকার সহ আরো কয়েকজন। তারা এলাকাবাসীর নামে বিভিন্ন অংকের টাকা ধার্য্য করে তালিকা প্রস্তুত করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা তোলা শুরু করে। তালিকার মধ্যে একই এলাকার আমীর আলীর ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলামের নিকট গিয়ে তারা বলে যে উক্ত রাস্তা পাকা করতে কাউন্সিলরকে দুই লাখ টাকা দিতে হবে। এ কারণে আপনার নামে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। তিনি টাকা না দিয়ে বিষয়টি আমাকে জানালে তাকে এবং এলাকাবাসীকে চাঁদার টাকা দিতে নিষেধ করি। তাদেরকে বলি আগে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করি তার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিবো। এ বিষয়ে গত ১৭ অক্টোবর তিনি এলাকার ২০/২৫ জন নারী ও পুরুষ সাথে নিয়ে মেয়র সাহেবের সাথে দেখা করেন। এসময় ঐ সড়কটি কোন দিক থেকে কাজ করলে ভাল হয় তা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করা হয়। এ সময় মেয়র মহোদয়কে জানানো হয়, উক্ত কাউন্সিলর আল মামুন ও তার লোকজনের মাধ্যমে এই রাস্তাটি তৈরী করতে এলাকাবাসীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছে। উক্ত টাকা দিতে নিষেধ করায় কাউন্সিলর তার মোবাইল ফোনে তাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ সহ প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। এতে তিনি শাজাহানপুর থানায় কাউন্সিলর এর নামে একটি অভিযোগ (নং-১৬০২) দায়ের করেন। এ সময় এলাকাবাসীর কাছ থেকে কাউন্সিলর এর দুই লাখ টাকা দাবী সম্পর্কে মেয়র মহোদয়ের কাছ থেকে প্রতিকার চাইলে তিনি আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। এদিকে কাউন্সিলর আল মামুন তার লোকজনের দ্বারা থানা থেকে উক্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য তাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে তাকে হত্যা গুমসহ তার পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করবে বলে বিভিন্ন স্থানে বলে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছেন। এসব বিষয়ে প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন। এ বিষয়ে বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন বলেন, সংবাদ সম্মেলনে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। তাছাড়া উক্ত সংবাদ সম্মেলনকারি একজন দুষ্ট প্রকৃতির ও মামলাবাজ ব্যক্তি।

দৈনিক করতোয়া
The Daily Karatoa
শুক্রবার ১১ কার্তিক ১৪৩০ : ২৭ অক্টোবর ২০২৩
www.ekaratoa.com

গতকাল বগুড়া প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বগুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দের পক্ষে তার এলাকার মোঃ নাঈম -করতোয়া

পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

বগুড়ার পৌর কাউন্সিলর আল মামুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়া পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক করতোয়া পত্রিকাসহ বেশকিছু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে ওই ওয়ার্ডবাসীর পক্ষ থেকে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বগুড়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এলাকাবাসীর পক্ষে মো. নাঈম। এসময় লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ২৫ অক্টোবর সকালে বগুড়া প্রেসক্লাবে জেলার শাজাহানপুর ফুলতলার অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্য জহুরুল ইসলাম আকন্দ ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন আকন্দের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কাউন্সিলর মামুন একজন ধার্মিক ও সৎ ব্যবসায়ী। তিনি সততার সাথে বগুড়া শহরের রাজা বাজারে ব্যবসা করেন। তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা ব্যক্তিগত আক্রোশ। মূলত ১৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সাথে গত পৌরসভা নির্বাচনে হেরে জামানত বাজেয়াপ্ত হলে সাবেক সেনা সদস্য বিরুদ্ধাচারণ করতে শুরু করেন। তিনি এর আগেই বগুড়া পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড জহুরুল নগরে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মামলা করে বাড়ি বিক্রি করে ১৩নং ওয়ার্ডে বসবাস শুরু করেন। সেনা সদস্য জহুরুল যে রাস্তাটির অভিযোগ করেছেন সেই রাস্তা নিয়ে চাঁদা তোলার কোন বিষয়ই ঘটেনি। তার সাথে এলাকার কোন মানুষ নেই, তাই তিনি একাই সংবাদ সম্মেলন করেছেন। থানার জিডি তুলে নেয়া ও রাস্তা নির্মাণে বিষয়ে চাঁদা তোলার বিষয়টি সম্পূর্ণ বানোয়াট। এধরণের কোন প্রমাণ তার কাছে নেই বলে দাবি করা হয়। তিনি বলেছেন, 'তাকে ও তার পরিবারকে হত্যা ও গুম করা হবে' এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।